দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 24 OCT 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

রাবির ছাত্রী হলে আল হিকমার তৎপরতা ॥ ছাত্রীদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া

রাবি সংবাদদাতা ॥ এবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোতে ইসলামী মৌলবাদী সংগঠন আল হিকমার তৎপরতার অভিযোগ উঠেছে। ৪টি ছাত্রী হলে ওই সংগঠনের বহিরাগত মহিলা সদস্যদের আনাগোনার অভিযোগ নিয়ে গত এক মাস ধরে আবাসিক ছাত্রীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তারা বিষয়টি হল কর্তৃপক্ষকেও জানিয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্নুজান, বেগম রোকেয়া, তাপসী রাবেয়া ও বেগম খালেদা জিয়া হলে গত এক মাস ধরে ৪০/৫০ বহিরাগত ছাত্রীর আসা-যাওয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে উল্লেখ করে সাধারণ ছাত্রীরা অভিযোগ করেছে।

সাধারণ ছাত্রীরা বলেছে, "এসব বহিরাগত ছাত্রীর পরনের বোরখার ডিজাইনও ক্যাম্পাসের অন্য ছাত্রীদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের হাতে ও পায়ে সব সময় মোজা থাকে। আর চোখ সম্পূর্ণ রূপে থাকে আবৃত।" ছাত্রীদের মতে, "ছাত্রী হলগুলোতে এরা সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে আসে এবং দুপুর ২টার দিকে আবার চলে যায়। হলে অবস্থানের বেশির ভাগ সময় তারা মসজিদ ঘরে অবস্থান করে।"

একটি অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে, ইসলামী ছাত্র শিবিরের মহিলা অঙ্গসংগঠন ছাত্রীসংস্থার সদস্যারা ওই বহিরাগতদের হলে প্রবেশ ও অবস্থানের ব্যাপারে তীব্র বিরোধিতা করে আসছে। হলের ছাত্রীরা আরও জানিয়েছে, হলগুলোতে প্রতিদিন বিশেষ করে শুক্রবার জুমার নামাজের পর মসজিদ ঘরে দু'টি গ্রুপের আলোচনাসভা হয়। এদের একটির নাম 'তালিম গ্রুপ' ও অপরটি 'তাফসির গ্রুপ'। তবে এই দু'টি গ্রুপের একটি ইসলামী ছাত্রী সংস্থা সমর্থিত, অন্যটি বহিরাগতদের সমর্থিত।

ওদিকে নগরীর একটি সূত্র জানায়, গত ১৫ সেপ্টেম্বর মৌলবাদী উগ্রসংগঠন 'আল হিকমা'র ৩০/৪০ ট্রেনিং প্রাপ্ত মহিলা সদস্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোতে প্রবেশ করে। তার মধ্যে মন্নুজান হল ও বেগম রোকেয়া হলে বেশি সংখ্যক প্রবেশ করেছে বলে জানা গেছে। আল হিকমার কথিত পরিচালক সৈয়দ কাওসার সিদ্দিকির নামে প্রচারিত লিফলেটে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্রীদের কথা স্বীকার করা হয়েছে।

অন্যদিকে গত শনিবার পবিত্র শব-ই-বরাত উপলক্ষে মুন্নুজান হলে "আল কোরান"-এর ওপর আলোচনা তালিম গ্রুপ করতে চেয়েছিল। কিন্তু হল কর্তৃপক্ষ বিষয়টির সঙ্গে বহিরাগত জড়িত থাকাতে পূরে সন্দেহে আলোচনাসভার অনুমতি দেয়নি।